ঢাকায় শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষ: সরকার বলছে পরিকল্পিত অস্থিরতা তৈরির চেষ্টা

সংবাদ অনলাইন রিপোর্ট Non-fiction books : মঙ্গলবার, ২৬ নভেম্বর ২০২৪

ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে গত দুই দিনে সংঘটিত বিশৃঙ্খলা ও ভাঙচুরের ঘটনাগুলো পরিকল্পিত অস্থিরতা সৃষ্টির অংশ বলে মনে করছে সরকার। এ বিষয়ে সোমবার সন্ধ্যায় রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে কথা বলেন তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম এবং স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। ব্রিফিংয়ের আয়োজন করে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং।

উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম জানান, এক দিনের মধ্যে এতগুলো ঘটনা ঘটানো কাকতালীয় নয়। তিনি বলেন, "এখানে বড় ধরনের পরিকল্পনা রয়েছে। সরকারকে অকার্যকর দেখানোর অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে।" তিনি অস্থির পরিস্থিতি শান্ত রাখতে রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনগুলোর ভূমিকা গ্রহণের ওপর জোর দেন।

গতকাল দুপুরে শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ ও কবি নজরুল কলেজের শিক্ষার্থীরা যাত্রাবাড়ীর মাতুয়াইলে মাহবুবুর রহমান মোল্লা কলেজে হামলা চালায়। এর আগে, মাহবুবুর রহমান মোল্লা কলেজের শিক্ষার্থীরা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ এবং সোহরাওয়ার্দী কলেজে ভাঙচুর চালায়। ভুল চিকিৎসায় তাদের এক সহপাঠীর মৃত্যুর অভিযোগকে কেন্দ্র করে এই হামলা হয়। পাল্টা প্রতিক্রিয়ায় সংঘর্ষে জড়ায় অন্য কলেজের শিক্ষার্থীরা।

উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ জানান, পুলিশ ও সেনাবাহিনী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেছে। তিনি বলেন, "এই ঘটনায় যারা জড়িত, তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"

তথ্য উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম জানান, সংঘর্ষের সময় পুলিশের ভূমিকা দুর্বল ছিল। তিনি বলেন, "পুলিশ যদি সরাসরি মুখোমুখি হতো, পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারত।" তবে প্রশাসনে স্থবিরতা দূর করতে পুলিশের পুনর্গঠনের কাজ চলছে। ইতোমধ্যে পুলিশের গুরুত্বপূর্ণ পদে পরিবর্তন আনা হয়েছে।

ব্রিফিংয়ে বাংলাদেশ সম্মিলিত সনাতনী জাগরণ জোটের মুখপাত্র চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীকে আটকের বিষয়ে জানতে চাইলে জানানো হয়, তাঁর নামে একটি মামলা রয়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শান্তি বজায় রাখতে সরকার শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষ এড়িয়ে চলার আহ্বান জানিয়েছে।

সরকার আরও জানায়, অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির যেকোনো প্রচেষ্টা কঠোর হাতে দমন করা হবে।